UAP-PRD News
September 25, 2016

প্রথম আলো

ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বড় উপস্থাপনা

এস এম নজিবুল্লাহ চৌধুরী | আপডেট: ০০:০৩, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

‘এখানে উপস্থিত সবাই ছোট বিজ্ঞানী। মেধায় ছোট নয়, বয়সে ছোট।’ বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি (এসপিএসবি) ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের (বিএএফ) যৌথ উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার রাজধানীর **ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি)** শুরু হয়েছে ‘বিএএফ-এসপিএসবি শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০১৬’। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে এভাবেই নিজের অভিমত প্রকাশ করেন এসপিএসবির সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল।
গতকাল সকালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন **করেন ইউএপির উপাচার্য জামিলুর রেজা চৌধুরী।** এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী রেজাউর রহমান ও বিএএফের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী।
বিজ্ঞান কংগ্রেসে কথা হয় ঢাকার শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাইফা তাসনিমের সঙ্গে। সানজানা ইসলাম ও ইমত্রিতা শেখ—দুই সহপাঠীর সঙ্গে সে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প উপস্থাপন করে। সাইফা বলে, বিদ্যুৎ খরচ কমানোর লক্ষ্য থেকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য এই রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। কীভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষতিকারক দিকগুলো কাটানো যাবে তা-ই উল্লেখ করেছে সে। অন্যদিকে চাঁদপুরের আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির তিন শিক্ষার্থী সাদমান আহমদ, সাকিব ইবনে আলম ও তানভীর হাসান এসেছিল রেল দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার প্রকল্প নিয়ে।

কে বেশি অন্তর্মুখী? ছেলে নাকি মেয়ে? ঢাকার পরিবেশ দূষণের কারণ ও এর প্রতিকারই বা কী? এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে শিক্ষার্থীদের তৈরি পোস্টারে। এদিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের গবেষণাপত্র বিচারকদের সামনে উপস্থাপন করে প্রতিযোগীরা।

উদ্ভাবনী প্রকল্প, গবেষণাপত্র ও পোস্টার উপস্থাপন—এই তিন শাখায় প্রায় ২৫০টি প্রকল্প নিয়ে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে। এগুলোর মধ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প ৯৫টি। প্রতিটি শাখায় প্রাইমারি, জুনিয়র ও সিনিয়র—এই তিন বিভাগে অংশ নিয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ থেকে নবম এবং দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। দুই দিনব্যাপী বিজ্ঞান কংগ্রেস শেষ হবে আজ শনিবার।

http://www.prothom-alo.com/technology/article/984037/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE

প্রথম আলো

শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাওয়ার্ড পেল ৫০ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ১৬:৪৭, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৬

উদ্ভাবনী প্রকল্প, গবেষণাপত্র ও পোস্টার উপস্থাপনের জন্য ৫০ জন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী পেল ‘বিএএফ-এসপিএসবি শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০১৬’ অ্যাওয়ার্ড।

আজ শনিবার দুপুর ১২টায় রাজধানীর **ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি)** বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি (এসপিএসবি) ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের (বিএএফ) যৌথভাবে গতকাল শুক্রবার **ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি)** এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজন করে। দুদিনব্যাপী এবারের কংগ্রেসের স্লোগান ছিল ‘বিজ্ঞানে চাই মাপজোখ।’

পোস্টারের জন্য প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছে তৃতীয় গ্রেডে পড়ুয়া সানবিমস স্কুলের আরিশা চৌধুরী। আরিশার পোস্টারের বিষয়বস্তু ছিল ‘টেস্ট অব টাং’। জিহ্বার যে যে অংশ মিষ্টি, টক, ঝাল, তিতা ইত্যাদি স্বাদ পায় সেটা চিহ্নিত করে পোস্টারে উপস্থাপন করেছে সে। আরিশা জানায়, সে দারুণ খুশি।বিজ্ঞানের বিভিন্ন মজার দিকে তার আগ্রহ খুব বেশি।
নটর ডেম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ইশতিয়াক হোসেন আকিব পেয়েছেন সেরা প্রকল্পের অ্যাওয়ার্ড ‘পেপার অব কংগ্রেস’। তাঁর প্রকল্পের বিষয়বস্তু ছিল ‘এমপেমবা ইফেক্ট’। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন একই পরিমাণ গরম পানি ও ঠান্ডা পানি রেফ্রিজারেটরে রাখা হলে গরম পানিটি আগে ঠান্ডা হবে।
ইশতিয়াক হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘বই পড়ার বাইরেও যে বিজ্ঞানের জগৎ কত মজার তা বিজ্ঞান কংগ্রেসে আসলেই বোঝা যায়। আমি গত চারটি বিজ্ঞান কংগ্রেসেই অংশগ্রহণ করেছি।’
রিয়াজুল জান্নাত ও সাদিয়া সুলতানা সিনিয়র ক্যাটাগরিতে পোস্টার তৈরির জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। জরুরি অবস্থায় রাস্তা-ঘাটে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তাঁরা যৌথভাবে ‘সেফটিমেট’ নামে একটি মডেল ঘড়ির পোস্টার উপস্থাপন করেন। ময়মনসিংহ মমিনুন্নিছা সরকারি মহিলা কলেজের এই দুই শিক্ষার্থীর এবারই প্রথম বিজ্ঞান কংগ্রেসে আসা।
রিয়াজুল জান্নাত বলেন, ‘আমরা অনেক এক্সাইটেড। এই ধরনের আয়োজন আরও হওয়া উচিত।’
আজ সকাল সাড়ে দশটায় সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। পুরস্কার বিতরণের আগে লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন মজার মজার প্রশ্নের উত্তর দেন। এক শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ছিল, মানুষ কী বানর থেকে এসেছে কি না? জবাবে জাফর ইকবাল বলেন, ‘বানর, মানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলা-এরা সব একই প্রজাতির। আর ডারউইনের তত্ত্বও যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত। বিবর্তনের ফলে বুদ্ধিমান হয়ে মানুষ হয়েছে। আর বানর, বানরই রয়ে গেছে।’
উদ্ভাবনী প্রকল্প, গবেষণাপত্র ও পোস্টার উপস্থাপন—এই তিন শাখায় প্রায় ২৫০টি প্রকল্প নিয়ে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে। এগুলোর মধ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প ৯৫টি। প্রতিটি শাখায় প্রাইমারি, জুনিয়র ও সিনিয়র—এই তিন বিভাগে অংশ নিয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ থেকে নবম এবং দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

http://www.prothom-alo.com/technology/article/984709/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A7%AB%E0%A7%A6

সমকাল

শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাপ্তি

সমকাল প্রতিবেদক

'ডারউইনের বিবর্তন মতবাদ অনুযায়ী বানর থেকে মানুষের আবির্ভাব। তাহলে এখনকার বানরগুলো কেন মানুষে পরিণত হয় না?' 'আমরা জানি, শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। তাহলে একজন মানুষের জন্মের পর এ শক্তি কোথা থেকে আসে। আর মানুষটি মারা গেলে সে শক্তি কোথায় যায়'_

এরকম মজার মজার কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শেষ হয়েছে দুই দিনব্যাপী চতুর্থ শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০১৬। গতকাল শনিবার দ্বিতীয় দিনে খুদে বিজ্ঞানীদের এসব প্রশ্নের জবাব দেন দেশের স্বনামধন্য বিজ্ঞান গবেষকরা। এরপর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসে ছয়টি প্রস্তাব পাস হয়। বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন
(বিএফএফ) ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির (এসপিএসবি) যৌথ উদ্যোগে ঢাকার **ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে** এবারের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেয় সারাদেশের তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৪৩৩ খুদে বিজ্ঞানী।

প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন এসপিএসবির সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। প্রশ্নোত্তর ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. এস রব্বানী, বর্তমান অধ্যাপক ড. আশরাফ মোমেন, অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সেরাজ, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আশরাফ চৌধুরী, প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম, বিএফএফের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, **এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আবদুল মালেক মোল্লা**, এসপিএসবির সহ-সভাপতি মুনির হাসান প্রমুখ।

এবার শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে ট্রফি জিতেছেন নটর ডেম কলেজের ইসতিয়াক হোসাইন আকিব। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পোস্টার প্রদর্শক হিসেবে ট্রফি জিতেছেন দিনাজপুর সরকারি কলেজের সামিন ইসলাম এবং হিল্লোল রায়। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রকল্প উদ্ভাবক হিসেবে ট্রফি জিতেছেন বরগুনার আমতলী এ কে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের আতিয়ার জোবায়ের পূর্ণ। এ ছাড়া এ তিনটি বিষয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫০ প্রতিযোগীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তাদের প্রত্যেকে পায় পদক ও সনদপত্র। অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে 'বিজ্ঞান চিন্তা' নামে বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সার্বিক সহযোগিতায় ছিল **এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়,** অন্যরকম বিজ্ঞান বাক্স ডোজে।

http://bangla.samakal.net/2016/09/25/239031

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস

খুদে বিজ্ঞানীদের মিলনমেলা

■ সমকাল প্রতিবেদক

মাটির কলসিতে পানি ঠাণ্ডা থাকে। কলসিতে রাখা ঠাণ্ডা পানি মোটরের মাধ্যমে যাবে কক্ষের ভেতরে রাখা চেম্বারে। চেম্বারের একপাশে পাখা সংযুক্ত। পাখা চালু করলে চেম্বার থেকে বের হবে ঠাণ্ডা বাতাস। এর নাম 'হোমমেড এসি'। বাড়িতে তৈরি এ এসির বাতাসেই ঠাণ্ডা হবে ঘর। এর খরচ বাজারে তৈরি এসির তুলনায় কয়েকগুণ কম হবে– এমনই অভিমত হোমমেড এসির উদ্ভাবক খুদে বিজ্ঞানী সিয়ামের। পাবনার সদর উপজেলার চরঘোষপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র সে। তার এ প্রকল্প নিয়ে সে হাজির হয়েছে শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস-২০১৬-তে। গতকাল শুক্রবার থেকে ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে শুরু হওয়া এ কংগ্রেসে সিয়ামের মতোই অনেক শিশু-কিশোর হাজির হয়েছে তাদের উদ্ভাবিত নানা প্রকল্প নিয়ে। বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ) ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির (এসপিএসবি) যৌথ উদ্যোগে চতুর্থবারের মতো শুরু হয়েছে এ কংগ্রেস। তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৪৩৩ প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে এবারের কংগ্রেসে।

এ কংগ্রেসে খুদে বিজ্ঞানীদের কেউ অংশ নিয়েছে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ উপস্থাপন প্রতিযোগিতায়, কেউ আবার পোস্টার প্রদর্শনীতে। 'ছেলেরা বেশি অন্তর্মুখী নাকি মেয়েরা' এ বিষয়ে নিজের করা গবেষণার ফল নিয়ে পোস্টার করেছে মিমো। পাংচার সমস্যা দূরীকরণে বায়ুবিহীন চাকা, পাহাড়ের বাঁকে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক ভাষার ডিজিটাল অভিধান, অসমটিক পাওয়ার, পরিবেশদূষণের কারণ এবং প্রতিকার ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রকল্প ও প্রদর্শনী ছিল চোখে পড়ার মতো। গতকাল প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এসপিএসবির সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনিসহ আগত অতিথিদের সঙ্গে ছবি তোলা ও তাদের মন্তব্য লিখে নিতে ভুল করেনি প্রতিযোগীরা।

এর আগে গতকাল সকালে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ক্যাম্পাসে শুক্রবার বেলুন উড়িয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেস উদ্বোধন করেন অতিথিরা ■ সমকাল

খুদে বিজ্ঞানীদের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী রেজাউর রহমান, বিএফএফের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আশরাফ চৌধুরী প্রমুখ।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, এফ আর খানের মতো স্থপতি, জাভেদ করিমের মতো তরুণ বিজ্ঞানীর মাতৃভূমি বাংলাদেশ। তাদের আবিষ্কারে সারা পৃথিবী আলোকিত। আগামীদিনে এখানে উপস্থিত কিশোর-কিশোরীদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে আরও বড় বিজ্ঞানী। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো একজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে সিনিয়র ও খুদে বিজ্ঞানীদের যৌথ কংগ্রেস এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যরকম বিজ্ঞান বাক্স ডোজে।

http://www.esamakal.net/?archiev=yes&arch_date=24-09-2016#, page-3

আমাদের অর্থনীতি

শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাওয়ার্ড পেল ৫০ শিক্ষার্থী

25.09.2016

দেলওয়ার হোসাইন: উদ্ভাবনী প্রকল্প, গবেষণাপত্র ও পোস্টার উপস্থাপনের জন্য স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ৫০ শিক্ষার্থী পেয়েছেন 'বিএএফ-এসপিএসবি শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০১৬' অ্যাওয়ার্ড। গতকাল শনিবার রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি (এসপিএসবি) ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের (বিএএফ) যৌথভাবে গত শুক্রবার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজন করে। দুদিনব্যাপী এবারের কংগ্রেসের শ্লোগান ছিল 'বিজ্ঞানে চাই মাপজোখ।' পুরস্কার বিতরণের আগে লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এক শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ছিল, মানুষ বানর থেকে এসেছে কি না? জবাবে জাফর ইকবাল বলেন, বানর, মানুষ, শিম্পাঞ্জি, গরিলা-এরা সব একই প্রজাতির। আর ডারউইনের তত্ত্বও যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত। বিবর্তনের ফলে বুদ্ধিমান হয়ে মানুষ হয়েছে। আর বানর, বানরই রয়ে গেছে।

উদ্ভাবনী প্রকল্প, গবেষণাপত্র ও পোস্টার উপস্থাপন- এই তিন শাখায় প্রায় ২৫০টি প্রকল্প নিয়ে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে। এগুলোর মধ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প ৯৫টি। প্রতিটি শাখায় প্রাইমারি, জুনিয়র ও সিনিয়র- এই তিন বিভাগে অংশ নিয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ থেকে নবম এবং দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। সম্পাদনা : নূর মোহাম্মদ

http://amaderorthoneeti.net/new/2016/09/25/28456/#.V-dFOYh97IV

TheEngineers
প্রকৌশলীদের কথা বলে...

ওরা মেধায় ছোট নয়, বয়সে ছোট

ডেস্ক রিপোর্ট
২০১৬-০৯-২৪ ০৫:৩৩:১৭

‘এখানে উপস্থিত সবাই ছোট বিজ্ঞানী। মেধায় ছোট নয়, বয়সে ছোট।’ বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি (এসপিএসবি) ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের (বিএএফ) যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) শুরু হয়েছে ‘বিএএফ-এসপিএসবি শিশু-কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০১৬’। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে এভাবেই নিজের অভিমত প্রকাশ করেন এসপিএসবির সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। শুক্রবার সকালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন **ইউএপির উপাচার্য জামিলুর রেজা চৌধুরী।** এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী রেজাউর রহমান ও বিএএফের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে কথা হয় ঢাকার শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাইফা তাসনিমের সঙ্গে। সানজানা ইসলাম ও ইমত্রিতা শেখ—দুই সহপাঠীর সঙ্গে সে পারমাণবিক শক্তির

সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প উপস্থাপন করে। সাইফা বলে, বিদ্যুৎ খরচ কমানোর লক্ষ্য থেকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য এই রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। কীভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষতিকারক দিকগুলো কাটানো যাবে তা-ই উল্লেখ করেছে সে। অন্যদিকে চাঁদপুরের আল-আমিন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির তিন শিক্ষার্থী সাদমান আহমদ, সাকিব ইবনে আলম ও তানভীর হাসান এসেছিল রেল দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার প্রকল্প নিয়ে।

কে বেশি অন্তর্মুখী? ছেলে নাকি মেয়ে? ঢাকার পরিবেশ দূষণের কারণ ও এর প্রতিকারই বা কী? এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে শিক্ষার্থীদের তৈরি পোস্টারে। এদিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের গবেষণাপত্র বিচারকদের সামনে উপস্থাপন করে প্রতিযোগীরা।

উদ্ভাবনী প্রকল্প, গবেষণাপত্র ও পোস্টার উপস্থাপন—এই তিন শাখায় প্রায় ২৫০টি প্রকল্প নিয়ে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে। এগুলোর মধ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প ৯৫টি। প্রতিটি শাখায় প্রাইমারি, জুনিয়র ও সিনিয়র—এই তিন বিভাগে অংশ নিয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ থেকে নবম এবং দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। দুই দিনব্যাপী বিজ্ঞান কংগ্রেস শেষ হবে আজ শনিবার।

http://www.theengineersbd.com/full_news.php?sl=3523#sthash.Qwh3kPkA.dpuf